শিশু মনে দ্বীনের আলো ১

মুহাম্মদ আতিকুর রহমান তারেক

ভূমিকা

শিশুদের যেভাবে গড়ে তুলবেন, তারা সেভাবেই বেড়ে উঠবে। আজকের অবোধ শিশুটিই উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে আগামী দিনের আলোর দিশারী হবে। শিশুর কচি মনে সত্য ও সুন্দর গেথে দিতে পারলে তা ফুলে ফলে সুশোভিত হবেই একদিন। দ্বীনের মৌলিক শিক্ষাগুলো এক একটি উজ্জ্বল বাতি, যা শিশু মনে আলো ছড়িয়ে তাদের ভবিষ্যৎ কে করবে আলোকিত। উপযুক্ত পরিবেশ ও সুশিক্ষা পাওয়া প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার। শিশুদের এ অধিকার যেমন তাদের পিতা মাতার উপর যেমনি তাদের শিক্ষক ও সমাজের কর্তাব্যাক্তিদের উপর। আমাদের সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কমতি নেই। কিন্তু কমতি আছে সুশিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশের। সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে সুন্দর পরিবেশের পাশাপাশি প্রয়োজন উন্নত মানের শিক্ষা উপকরণ। 'শিশু মনে দ্বীনের আলো' বইটি সে প্রয়োজন পূরণে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সহজ করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি বইটিতে। শিশুদের গড়ে তুলতে পারবারিক পরিবেশে কিম্বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমানভাবেই বইটি ব্যবহার করা যেতে পারে । বইয়ের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিশুদের উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য এক একটি "এনিমেশন ভিডিও"। বইয়ের সাথে ভিডিওগুলো মিলিয়ে শিশুদের তারবিয়াত দিলে আশা করি সত্যিই তারা ভালো ঈমানদার হিসাবে গড়ে উঠবে । পূরণ হবে পিতা মাতা, শিক্ষক ও সমাজের আশা। প্রাথমিক স্তরের 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়ের এটি প্রথম বই। পরবর্তী বই গুলো শীঘ্রই আসছে ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মদ আতিকুর রহমান তারেক

ডিরেক্টর, বালাগ ইনস্টিটিউট
নিউক্যাসল, ইউ কে

নভেম্বর ২০২২

সূচিপত্র

১. আমাদের সৃষ্টিকর্তা ------------------------------ ০১
২. আল্লাহ কেন সৃষ্টি করেছেন -------------------- ১১
৩. নবী মুহাম্মদ সা: ------------------------------- ১৭
৪. কুরআন কি ও কেন --------------------------- ২২
৫. মায়ের আদর বাবার সোহাগ ----------------- ২৬
৬. আল্লাহ কে স্মরণ করা ----------------------- ২৮
৭. সর্বকালের সেরা বাণী ------------------------ ৩১
৮. ইসলাম ও শান্তি ------------------------------ ৩৪
৯. ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি ---------------------- ৩৬
১০. ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ------------------------- ৩৯
১১. দেখি সব পারি কিনা ----------------------- ৪২

১.

আমাদের সৃষ্টিকর্তা

আকাশের দিকে তাকাও

শিখন উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী বলতে ও বুঝতে পারবে, কে আকাশকে খুঁটি ছাড়া শূন্যে রেখেছে, চাঁদ ও তারাকে কে দিয়েছে আলো ও কে এসব সৃষ্টি লালন পালন করেন?

দেখ ! দেখ ! কি সুন্দর রাতের আকাশ !
চাঁদ উঠেছে। চমৎকার জোস্না।
আহা কি সুন্দর তারার মেলা !
তারাগুলো মিট মিট করছে !
বলতো, কে আকাশ বানিয়েছে?
কে আকাশকে শূন্যে রেখেছে?
কে চাঁদকে দিয়েছে মিষ্টি জোস্না ?
তারাদের আলো কার দান?
এসব কিছু আল্লাহ বানিয়েছেন।
এ সব আল্লাহর দান। আল্লাহ অতি দয়ালু।
তার দয়ায় সব কিছু বেঁচে আছে।
আল্লাহ আমাদের রব। রব মানে পালনকর্তা।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্ব জাহানের রব।

সূরা ফাতেহা: ২

রং কর

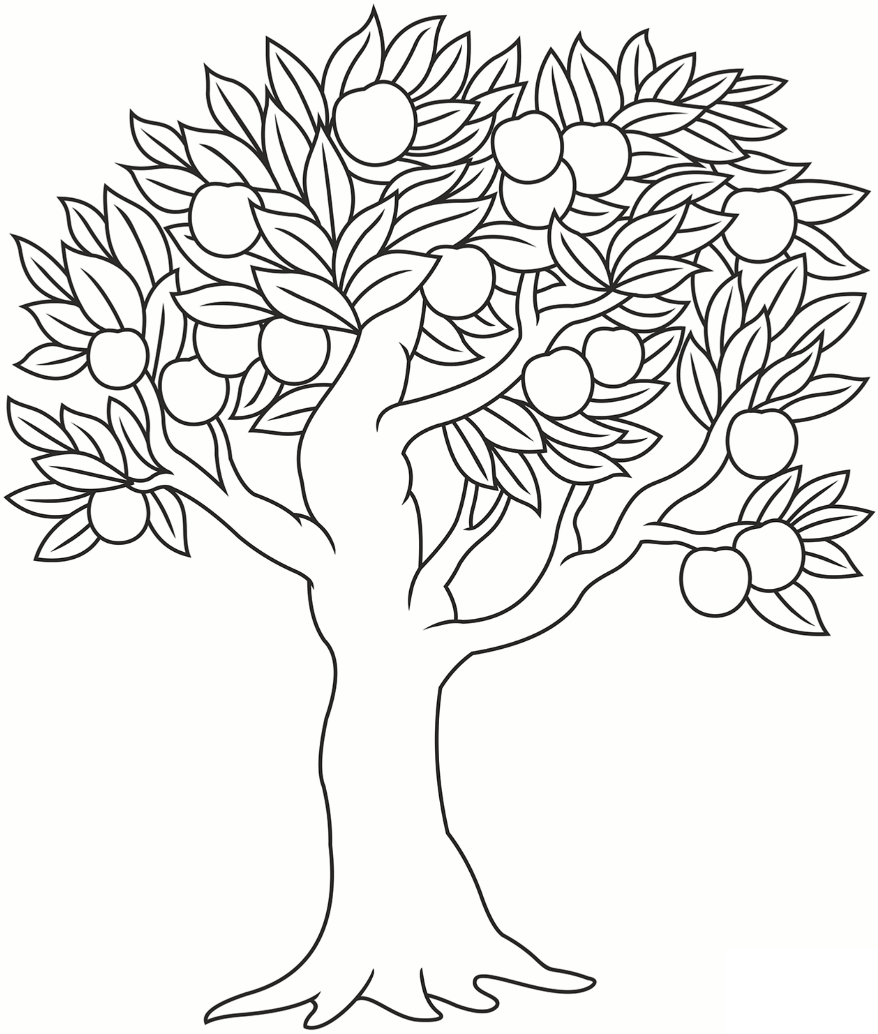

বাস্তব কাজ:

তোমার বাড়ির পাশের বড় ফলের গাছটি নিয়ে চিন্তা কর। একদিন এ গাছটি ছিলনা। কিভাবে গাছটি এখানে এল? তারপর ধীরে ধীরে বড় হল, ফুল দিল এবং ফল ধরল। এখন লোকেরা তার ফল খাচ্ছে। এ গাছটিকে কে এত কিছু দিয়েছে ?

অনুশীলনী - ১

সত্য মিথ্যা নির্ণয় কর। উপযুক্ত ঘরে ঠিক চিহ্ন দাও।

সত্য	মিথ্যা	
☐	☐	রাতের আকাশ সুন্দর
☐	☐	আল্লাহ চাঁদকে দিয়েছেন মিষ্টি জোস্না
☐	☐	বাতাস আকাশকে শূন্যে আটকে রেখেছে
☐	☐	আল্লাহ আমাদের রব
☐	☐	রব মানে সৃষ্টিকর্তা

কে সৃষ্টি করেছেন

শিখন উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী বলতে ও বুঝতে পারবে কে আমাদের সৃষ্টি করেছেন,
আল্লাহ কি কি সৃষ্টি করেছেন, আমাদের খালিক বা স্রষ্টা কে?

আমি একদিন এ দুনিয়ায় ছিলাম না।
কে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন ?
কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন ?
আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহ সকল মানুষ সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন গাছপালা।
আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন পশুপাখি।
আল্লাহ পৃথিবীকে সুন্দর করছেন।
আল্লাহ আমাদের খালিক।
খালিক মানে সৃষ্টিকর্তা।

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

উচ্চারণ: আল্লাহু খালিকু কুল্লি শাইয়িন
অর্থ: আল্লাহ সব কিছুর খালিক বা সৃষ্টিকর্তা।
সূরা যুমার: ৬২

রং কর

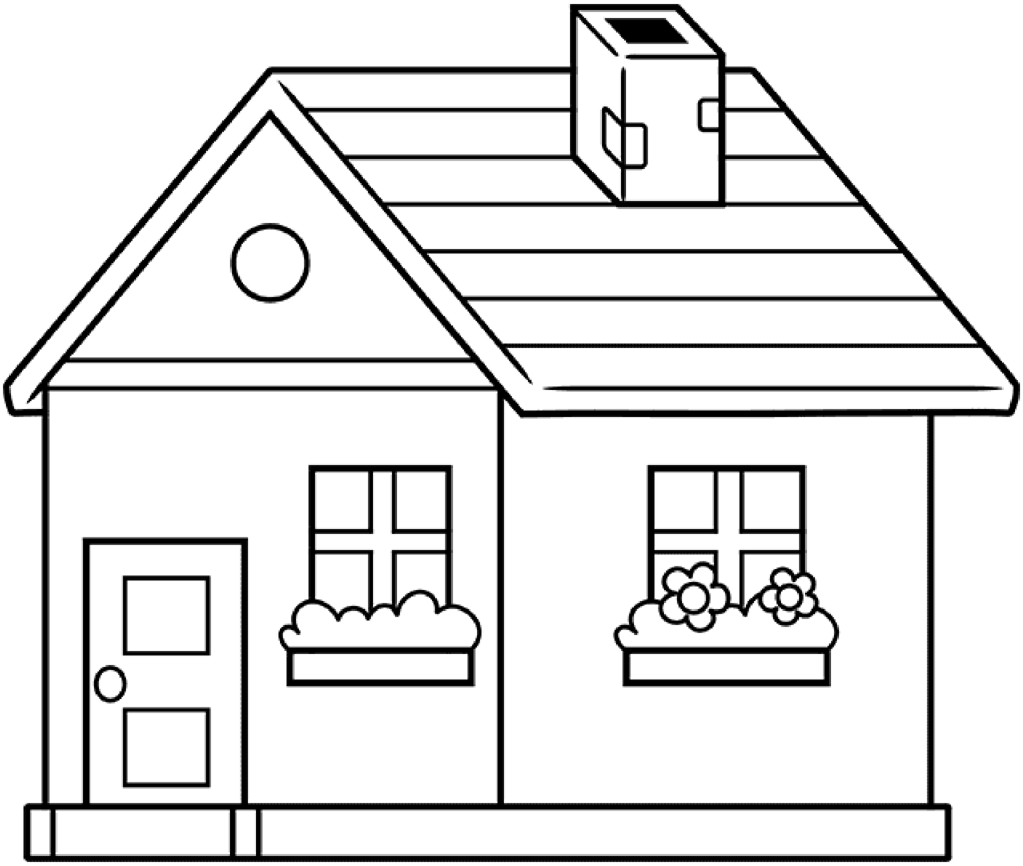

বাস্তব কাজ:

তোমরা যে ঘরটিতে বাস কর তা কোন এক মিস্ত্রি বানিয়েছে নিশ্চয়ই, তাই না? তোমার আব্বু কিংবা আম্মু কে প্রশ্ন কর, কে বানিয়েছে এ পৃথিবী ?

অনুশীলনী - ২

সঠিক উত্তরের পাশে ঠিক চিহ্ন দাও

১। কে আমাদের সৃষ্টি করেছেন ?

- o আল্লাহ
- o আমাদের মা বাবা
- o কেহই না

২। কে আসমান ও জমিন বানিয়েছেন ?

- o ফেরেশতা
- o আল্লাহ
- o জীন

৩। গাছপালার স্রষ্টা কে ?

- o আকাশ
- o মেঘ বৃষ্টি
- o আল্লাহ

৪। খালিক মানে কি ?

- o সৃষ্টিকর্তা
- o ভগবান
- o আল্লাহ

৫। কে আমাদের খালিক?

- o হুজুর
- o শিক্ষক
- o আল্লাহ

আমরা কিভাবে আল্লাহকে চিনি

শিখন উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী জানতে ও বুঝতে পারবে আল্লাহকে চেনার মাধ্যম কি, আসমানী কিতাবে আল্লাহর কী পরিচয় আছে ও আল্লাহ কেন নবী পাঠিয়েছেন?

আল্লাহ মানুষকে ভালো বাসেন।
আল্লাহ মানুষকে ভালো পথ দেখান।
আল্লাহ মানুষের কাছে তার বাণী পাঠান।
আল্লাহর বাণী লিখা আছে কুরআনে।
কুরআনে আছে: আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।
আল্লাহর কোন শরিক নেই।
আল্লাহ পাঠিয়েছেন অনেক নবী।
নবীগণ সত্যবাদী ও ভালো মানুষ।
নবীগণ বলেছেন:
এ মহা বিশ্ব আল্লাহর সৃষ্টি।
আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও ক্ষমতাবান।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

উচ্চারণ: কুল হুআল্লাহু আহাদ
অর্থ: বল (হে নবী), তিনি আল্লাহ; এক ও অদ্বিতীয়।
সূরা ইখলাস: ১

রং কর

আঁকাবাঁকা পথ গুলোকে লাল রং দাও
এবং সরল পথকে সবুজ রং দাও

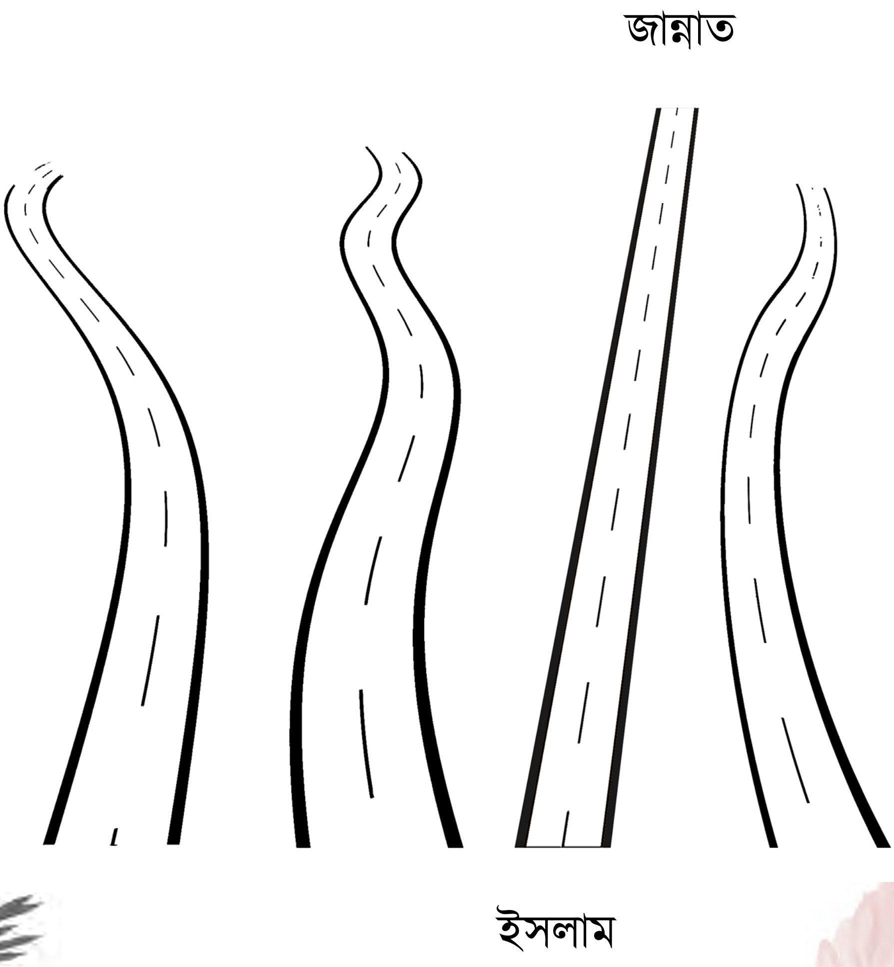

অনুশীলনী - ৩

সঠিক উত্তরের পাশে ঠিক চিহ্ন দাও

১। আল্লাহর বাণী কোথায় লিখা আছে ?

o কুরআনে
o হাদিসে
o কায়দায়

২। কে নবীদের পাঠিয়েছেন ?

o রাসূলগণ
o আল্লাহ
o ফেরেশতাগণ

৩। আল্লাহ কয়জন ?

o একজন
o দুইজন
o তিনজন

৪। আমরা কি আল্লাহকে দেখতে পাই ?

o হ্যা
o না
o জানি না

২.

আল্লাহ কেন সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহর ইবাদাত

শিখন উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী বলতে ও বুঝতে পারবে মানুষ সকল সৃষ্টির মধ্যে সেরা, কেন আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন ও আল্লাহর গুনগান করাই বান্দার কাজ।

আল্লাহর সৃষ্টি কি সুন্দর! সবুজ ফসলের মাঠ।
সীমাহীন নীল আসমান। পাখিদের মিষ্টি গান।
নদীর কল কল ধ্বনি। সবই খুবই সুন্দর, তাই না?
তবে মানুষ সবার চেয়ে সুন্দর, সবার সেরা ।
আল্লাহ মানুষকে উত্তম রূপে সৃষ্টি করেছেন।
কেন আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন?
আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ইবাদতের জন্য।
মানুষ আল্লাহর ইবাদত করবে।
আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না।

وَاعْبُدْ رَبَّكَ

উচ্চারণ: ওয়া'বুদ রাব্বাকা
অর্থ: আর তোমার রবের ইবাদত কর।
সূরা আল হিজর: ৯৯

রং কর

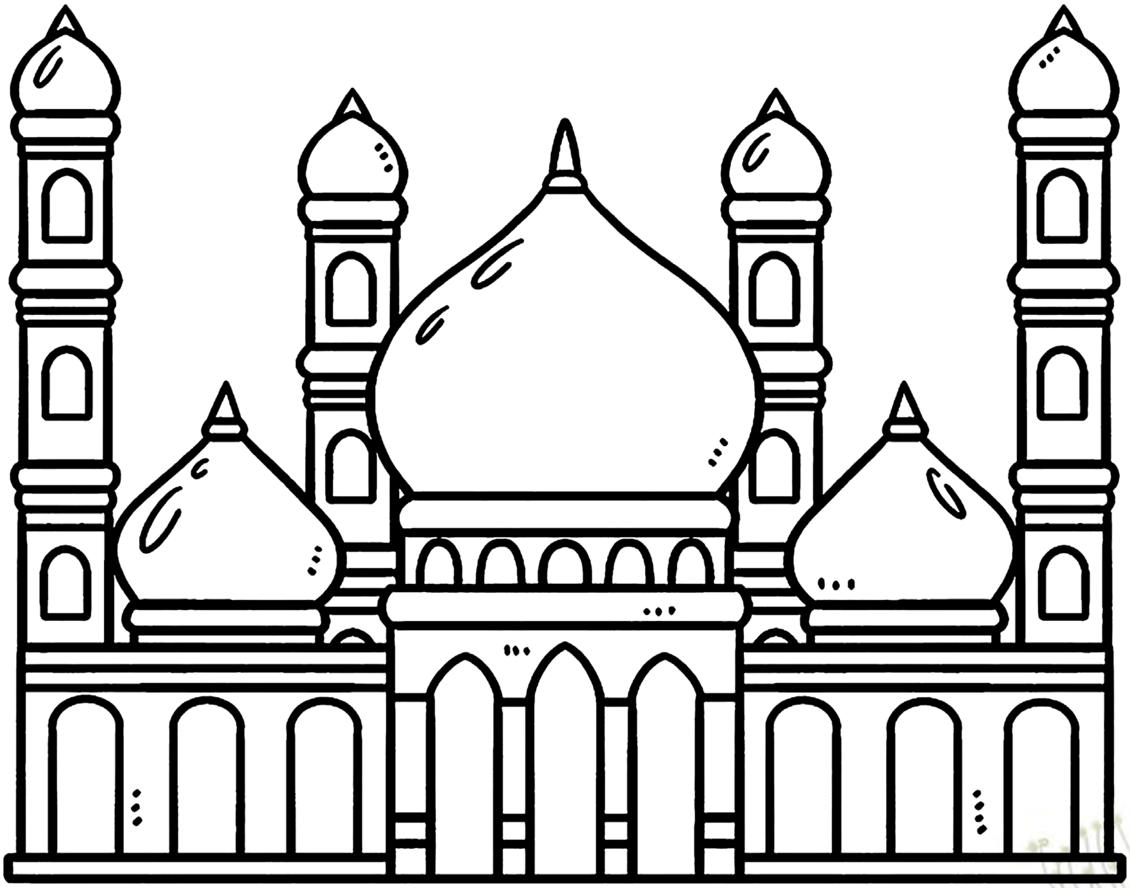

অনুশীলনী - ৪

বাম পাশের সাথে ডান পাশের শব্দ মিলাও

বাম পাশ	ডান পাশ
সবুজ	মিষ্টি গান
পাখিদের	মানুষ
মানুষ	আসমান
সুন্দর	ফসলের মাঠ
নীল	আল্লাহর ইবাদত করবে

কিভাবে ইবাদত করবে

শিখন উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী বলতে ও বুঝতে পারবে ইবাদত মানে কি,
সকল সৃষ্টি কার গুনগান ও তাসবীহ করে ও কেন আমরা আল্লাহকে মেনে চলবো?

মানুষ আল্লাহর ইবাদাত করবে।
মানুষ কিভাবে ইবাদত করবে?
আল্লাহর কথা মত চললে আল্লাহর ইবাদত হয়।
আল্লাহ বলেছেন, নামাজ পড় ও কুরআন পড়।
নামাজ পড়া ও কুরআন পড়া আল্লাহর ইবাদাত।
আল্লাহ বলেছেন, মা বাবার কথা শুন।
সবার সাথে সুন্দর আচরণ কর।
অভাবী মানুষকে সাহায্য কর।
এসব করলে তা আল্লাহর ইবাদত হল।
আমরা সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করবো।
সকল কাজে তার সাহায্য চাইবো।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

উচ্চারণ: ইয়্যাকা না’বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা’ইন
অর্থ: একমাত্র তোমারই ইবাদত করি ও তোমারই কাছে সাহায্য চাই।
সূরা ফাতেহা: ৪

অনুশীলনী - ৫

সঠিক উত্তরের পাশে ঠিক চিহ্ন দাও

১। মানুষ কার ইবাদাত করবে ?

o মূর্তির
o কবরের
o আল্লাহর

২। নিচের কোনটি আল্লাহর ইবাদত নয়?

o নামাজ পড়া
o কুরআন পড়া
o ঝগড়া করা

৩। মানুষের সাথে কেমন আচরণ করবো?

o সুন্দর আচরণ
o খারাপ আচরণ
o মন্দ আচরণ

৪। কে বলেছেন, ‘মা বাবার কথা শুন’?

o আল্লাহ বলেছেন
o ফেরেশতা বলেছেন
o জীন বলেছেন

৫। আমরা কার কাছে সাহায্য চাইবো ?

o আল্লাহর কাছে
o আকাশের কাছে
o পরীর কাছে

৩.

নবী মুহাম্মাদ সা:

আরবে এলেন দয়ার নবী

শিখন উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী বলতে ও বুঝতে পারবে শেষ নবী আগমনের আগে আরবরা কেমন ছিল, আল্লাহ কেন নবী মুহাম্মদ সা কে পাঠালেন, নবীর জন্ম কোন শহরে হয়েছিল ও নবী শিশুদের সাথে কেমন আচরণ করতেন।

অনেক দিন আগের কথা। মরুভূমির দেশ আরব। সে দেশের মানুষ ছিল খুবই মন্দ। তারা আল্লাহকে চিনত না। মারামারি আর ঝগড়া করতো। তারা মৃত পশুর গোশত খেত। তারা মেয়ে শিশুদের ভালবাসত না। কেউ কেউ মেয়েদের জীবিত কবর দিত। তাদেরকে ভালো পথ দেখানোর কেউ ছিলনা।

আল্লাহ একজন নবী পাঠালেন। তার নাম মুহাম্মদ। তার নাম শুনে আমরা বলি, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার জন্ম হয়েছিল মক্কা নগরীতে। মক্কা পবিত্র স্থান। মক্কাতে আছে আল্লাহর ঘর কাবা। কাবা ঘরের পাশেই ছিল নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ঘর। তিনি সেখানে ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন। বড় হয়ে তিনি মানুষদেরকে ভালো পথ দেখালেন। তিনি সকলকে ভালবাসতেন। শিশুদের তিনি আদর করে চুমু দিতেন। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর নবী। নবীদের কাজ হল মানুষকে ভালোবাসা। মানুষকে সত্য ও সুন্দরের দিকে ডাকা।

هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ

উচ্চারণ: হাজিহি সাবীলি আদঊ’ ইলাল্লাহ

অর্থ: এটাই আমার পথ, আমি আল্লার দিকে ডাকি।

সূরা ইউসুফ: ১০৮

রং কর

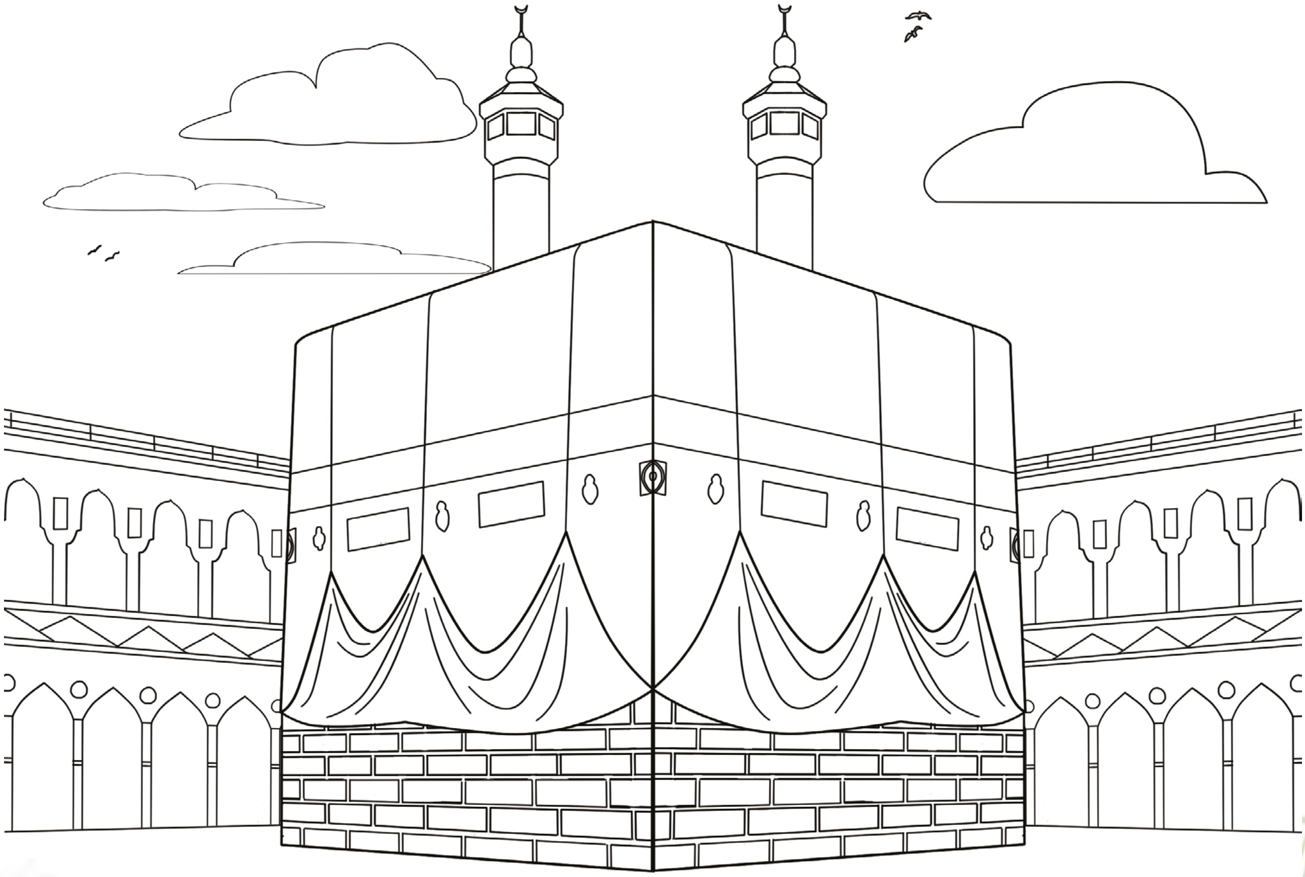

এক নজরে নবী মুহাম্মদ (সা:)

শিখন উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী বলতে ও বুঝতে পারবে নবীর পিতা মাতা ও দাদা কে ছিলেন, নবীর জন্মস্থান ও কবর কোথায়, নবীর ছেলে মেয়ে কয়জন ও তাদের নাম কী।

নাম : মুহাম্মদ (সা:)
জন্ম : ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ
বংশ : কুরাইশ
জন্মস্থান : মক্কা
পিতা : আব্দুল্লাহ
মাতা : আমেনা
দাদা : আব্দুল মুত্তালেব
প্রিয় চাচা : আবু তালেব
ধাত্রীমা : হালিমা

সন্তান-সন্ততি : ৭ জন
চার মেয়ে : জয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা
তিন ছেলে : আব্দুল্লাহ, কাসেম ও ইব্রাহিম
পুরো জীবনকাল : ৬৩ বছর
ইন্তেকাল : মদিনা নগরীতে
কবর : মদিনায়

কোরআন পেলেন : ৪০ বছর বয়সে

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى

উচ্চারণ: আলাম ইয়াযিদকা ইয়াতিমান ফাআওয়া।
অর্থ: তিনি কি তোমাকে এতিম পেয়ে আশ্রয় দেননি ?
সূরা দোহা: ৬

অনুশীলনী - ৬

সঠিক উত্তরের পাশে ঠিক চিহ্ন দাও

১। আমাদের নবীর নাম কি ?

o মুহাম্মদ (সাঃ)
o আব্দুল্লাহ
o আব্দুল মুত্তালিব

২। নবী মুহাম্মদ সা এর মায়ের নাম কি ?

o আমিনা
o হালিমা
o উম্মে কুলসুম

৩। কাবা আরবের কোন নগরীতে অবস্থিত ?

o মক্কা
o মদিনা
o রিয়াদ

৪। নবী মুহাম্মদ সা এর ছেলে মেয়ে কতজন ?

o ৫ জন
o ৭ জন
o ৬ জন

৫। নবী মুহাম্মদ সা এর কবর কোথায় অবস্থিত ?

o মক্কায়
o মদিনায়
o বাগদাদে

৪.

কুরআন কি ও কেন

কুরআন কি ও কেন

শিখন উদ্দেশ্য:

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা বলতে ও বুঝতে পারবে কোরআন কি, কোরআন কে পাঠিয়েছেন, কেন আল্লাহ কোরআন পাঠিয়েছেন ও কোরআন কেমন পথ দেখায়?

কুরআন কি?
কুরআন আল্লাহর কথা। আল্লাহ কুরআন পাঠিয়েছেন নবীর কাছে।
শেষ নবী মুহাম্মদ সা: এর কাছে।
আল্লাহ কেন কুরআন দিয়েছেন?
আল্লাহ কুরআন দিয়েছেন মানুষকে পথ দেখাতে।
আল্লাহ মানুষকে বলেছেন, ভালো পথ কোনটি।
কি কাজ করলে আল্লাহ খুশি হন।
আল্লাহ বলেছেন, কোনটি মানুষের জন্য মন্দ।
কি কাজ করলে তিনি বেজার হন।
যারা ভালো কাজ করবে তাদের জন্য জান্নাত।
ভালো লোকেরা জান্নাতে সুখে থাকবে।
আর মন্দ লোকেরা যাবে জাহান্নামে ।
জাহান্নাম আজাবের স্থান।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

উচ্চারণ: শাহরু রামাদান আল্লাজী উনজিলা ফীহিল কুরআন
অর্থ: রামাদান মাস, যাতে নাজিল হয়েছে কুরআন ।
সূরা বাকারা: ১৮৫

রং কর

অনুশীলনী - ৭

সঠিক উত্তরের পাশে ঠিক চিহ্ন দাও

১। কুরআন কার কথা?

- o আল্লাহর কথা
- o রাসূলের কথা
- o ফেরেশতার কথা

২। কুরআন কে পাঠিয়েছেন?

- o ফেরেশতা জিব্রিল
- o নবী মুহাম্মদ (সা:)
- o আল্লাহ

৩। কুরআন কেন এসেছে?

- o ভালো ও জান্নাতের পথ দেখাতে
- o মক্কার পথ দেখাতে
- o মন্দ লোকদের শাস্তি দিতে

৪। জান্নাতে কারা যাবে?

- o সকল মানুষ
- o ভালো মানুষ
- o সুন্দর মানুষ

৫। জাহান্নামে কারা যাবে?

- o বিশ্রী মানুষেরা
- o মন্দ মানুষেরা
- o ধনী মানুষেরা

৫.

মায়ের আদর বাবার সোহাগ

মায়ের আদর বাবার সোহাগ

শিখন উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী বলতে ও বুঝতে পারবে শিশুর জন্য মা কি কি কাজ করেন, শিশুর জন্য বাবা কি কি কাজ করেন ও কেন মা বাবাকে সম্মান করতে হবে ?

আমার মা। আদরের মা। মা আমাকে কত সোহাগ করেন।
কোলে তুলে চুমু দেন। মজার মজার খাবার তৈরি করেন।
জামা কাপড় ধুয়ে সুন্দর করে রাখেন।
আমাকে নবীজির গল্প বলেন।
মা স্বপ্ন দেখেন, আমি অনেক বড় হবো।
বাবা আমার সারাদিন কাজ করেন।
আমার জন্য কত কিছু কিনে আনেন।
রাতে আমার মাথায় হাত বুলান।
মিষ্টি করে বলেন, কেমন আছো সোনা মনি।
বাবার আদর ভুলা যাবেনা।
মা বাবা দুজনেই আমাকে অনেক ভালো বাসেন।
আমি চাই, তারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

উচ্চারণ: রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগিরা।
অর্থ: হে আমার রব তাদের দুজনের প্রতি দয়া কর, যেমন তারা শিশু কালে আমাদের লালন-পালন করেছেন।
সূরা ইসরা: ২৪

৬.

আল্লাহকে স্মরণ করা

আল্লাহকে স্মরণ করা

শিখন উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী বলতে ও বুঝতে পারবে, কেন আমরা আল্লাহ কে স্মরণ করবো, আল্লাহকে কিভাবে স্মরণ করা যায় ও 'বিসমিল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' এর অর্থ কি?

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা।
তিনি আমাদের রিজিক দাতা।
আল্লাহ আমাদের সকল অভাব পূরণ করেন।
আমাদের যা কিছু দরকার আল্লাহর কাছে চাইবো।
তাকে স্মরণ করবো। আল্লাহ কে স্মরণ করলে তিনি খুশি হন।
আমরা কাজ শুরু করবো আল্লাহর নাম দিয়ে। বলবো, বিসমিল্লাহ।
কাজ শেষে আল্লাহর প্রশংসা করবো। বলবো, আলহামদুলিল্লাহ।
খাওয়ার শুরুতে বলবো, বিসমিল্লাহ।
খাওয়ার শেষে বলবো, আলহামদুলিল্লাহ।
ঘুমানোর আগে বলবো, বিসমিল্লাহ।
ঘুম থেকে উঠে বলবো, আলহামদুলিল্লাহ।
পড়ার শুরুতে বলবো, বিসমিল্লাহ।
পড়া শেষ করে বলবো, আলহামদুলিল্লাহ।
সকল কাজের শুরুতে বলবো, বিসমিল্লাহ।
আর কাজ শেষ হলে বলবো, আলহামদুলিল্লাহ।

بِسْمِ ٱللَّٰهِ 'বিসমিল্লাহ' মানে 'শুরু করছি আল্লাহর নামে'।
الْحَمْدُ لِلَّٰهِ 'আলহামদুলিল্লাহ' মানে 'সকল প্রশংসা আল্লাহর'।

রং কর

বিসমিল্লাহ

আলহামদুলিল্লাহ

৭.

সর্বকালের সেরা বাণী

সর্বকালের সেরা বাণী

শিখন উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী বলতে ও বুঝতে পারবে ইলাহ শব্দের অর্থ কি, আল্লাহ ছাড়া কি আর কোনো ইলাহ আছে ও 'লা ইলাহা ইল্লাহ' কথার অর্থ কি ?

আল্লাহ মহান। আল্লাহর বাণী সবার সেরা।
আল্লাহ সেরা মানুষদের তার নবী করে পাঠিয়েছেন।
নবীদের কথা সত্য। নবীদের কাজ সবচেয়ে ভালো।
সকল নবী বলেছেন, আল্লাহ হলেন, আমাদের ইলাহ।
ইলাহ মানে উপাস্য, মানে যার ইবাদত করা হয়।
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, কোন উপাস্য নেই।
আল্লাহ ই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য।
তাই সকল নবী বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
তার মানে 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই'।
শেষ নবী মুহাম্মদ সা বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম বাণী হলো:
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।

لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللَّٰهِ

উচ্চারণ: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।
অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মদ সা আল্লাহর রাসূল।

রং কর

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ
নেই

মুহাম্মদ (সা:)
আল্লাহর রাসূল

৮.

ইসলাম ও শান্তি

ইসলাম ও শান্তি

শিখন উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী বলতে ও বুঝতে পারবে কেন আল্লাহর সৃষ্টিতে শান্তি বিরাজমান, ইসলাম শব্দের অর্থ কি ও ইসলাম মেনে চললে কী লাভ হবে ?

ভোরের সূর্য। রঙিন সূর্য। শান্তির সাথে উদিত হয়।
তারপর ধীরে ধীরে মাথার উপর চলে আসে।
বিকেলে পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।
সূর্যের এ চলা কতই না শান্ত।
অন্যান্য সৃষ্টির মাঝেও আমরা শান্তি দেখতে পাই।
কারণ কি ? কারণ তারা আল্লাহর বিধান মানে।
ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহর বিধান।
ইসলাম মানে শান্তি।
ইসলাম মানলে জীবন শান্তিময় হবে।
পরিবারে সুখ আসবে।
আর মৃত্যুর পরেও তুমি পাবে শান্তির জান্নাত।
যে ইসলাম মানে না আল্লাহ তাকে শান্তি দেবেন না।
আর মৃত্যুর পরে সে কঠিন আজাবে পড়বে।

أَسْلِمْ تَسْلَمْ

উচ্চারণ: আসলিম তাসলাম
অর্থ: ইসলাম মেনে চলো তাহলে শান্তি পাবে।
আল-হাদিস

৯.

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি

শিখন উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী বলতে ও বুঝতে পারবে ভিত্তির কাজ কী, ইসলামের ভিত্তি কয়টি ও কিকি এবং এসব ভিত্তির গুরুত্ব কতখানি ?

সুন্দর একটি ভবন। নীরব দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে কিছু মজবুত খুঁটির উপর। এ খুঁটিগুলো হচ্ছে ভবনের ভিত্তি। ভিত্তি ছাড়া ভবন টিকে থাকে না। ইসলামেরও কিছু ভিত্তি আছে। যেগুলোর উপর ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে।

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি হল:

১। **শাহাদাত:** 'আল্লাহ এক এবং মুহাম্মদ সা আল্লাহর রাসূল' একতা ঘোষণা করা।

২। **সালাত:** প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ (আবশ্যিক) নামাজ আদায় করা।

৩। **জাকাত:** ধনী মুসলিমগণ কর্তৃক গরিবদেরকে বার্ষিক সাহায্য প্রদান।

৪। **সাওম:** রমজান মাসে মুসলিমদের একমাস রোজা পালন করা।

৫। **হজ:** মক্কায় কাবা ঘরকে তাওয়াফের দ্বারা ধনীদের বিশেষ ইবাদাত।

بُنِيَ الإِسْلَامُ علَى خَمْسٍ

উচ্চারণ: বুনিয়াল ইসলামু আলা খামসিন
অর্থ: ইসলামের ভিত্তি হল পাঁচটি।
আল-হাদিস

রং কর

শাহাদাত

সালাত

জাকাত

সাওম

হজ

১০.

ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা

ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা

শিখন উদ্দেশ্য:

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থী বলতে ও বুঝতে পারবে, কাকে কেন ভালবাসতে হবে,
আল্লাহকে কেন ও কিভাবে ভালবাসবো এবং রাসূল ও পিতামাতা কে কেন ভালোবাসবো?

আমি আল্লাহকে ভালোবাসি। আল্লাহর বিধান মেনে চলি।
কারণ আল্লাহ আমাকে বানিয়েছেন। তিনি আমার প্রয়োজন পূরণ করেন।
আমি নবী মুহাম্মদ সা কে ভালবাসি। তার দেখানো পথে চলি।
কারণ তিনি আমাকে সুন্দর পথ দেখিয়েছেন।
আমি আমার পিতামাতাকে ভালবাসি। তাদেরকে সম্মান করি।
কারণ তারা আমাকে লালন পালন করেন। আমাকে আদর করেন।
আমাকে সুন্দর জীবন শিক্ষা দেন।
আমি আমার শিক্ষককে ভালবাসি।
কারণ তিনি আমাকে ভালো শিক্ষা দেন। আমাকে সুন্দর সুন্দর উপদেশ দেন।
আমি মানুষকে ভালোবাসি। তাদের উপকার করি।
কারণ মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি।
আমি ইসলামকে ভালোবাসি।
কারণ ইসলাম আমাকে শান্তির পথ দেখায়।
ইসলাম শান্তি দেয় দুনিয়ার জীবনে।
আমাকে আখেরাতে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

উচ্চারণ: তাহাদাও তাহাব্বু
অর্থ: একে অন্যকে উপহার দাও, মহব্বত বাড়বে
আল-হাদিস

অনুশীলনী - ৮

সঠিক উত্তরের পাশে ঠিক চিহ্ন দাও

১। আমরা কার বিধান মেনে চলি ?

o পিতা মাতার
o আল্লাহর
o মানুষের

২। আমরা কার দেখানো পথে চলি ?

o রাসূলের
o পথিকের
o চাচাদের

৩। আমরা রাসূলের পথে চলি, কারণ

o রাসূলের পথ সুন্দর
o রাসূলের পথ বড়
o রাসূলের পথ বাঁকা

৪। আমরা পিতামাতা কে ভালোবাসি ও সম্মান করি, কারণ

o তারা লালন পালন করেন
o তারা শাসন করেন
o তারা ধমক দেন

৫। আমি আমার শিক্ষককে ভালবাসি, কারণ

o তিনি সুন্দর উপদেশ দেন
o তিনি বেত দিয়ে পিঠান
o না পড়লে কিছুই বলেন না

দেখি সব পারি কিনা ?

অনুশীলনীঃ ১-৮

সঠিক উত্তরের পাশে ঠিক চিহ্ন দাও

১। খালিক মানে কি ?

o সৃষ্টিকর্তা
o ভগবান
o আল্লাহ

২। আল্লাহর বাণী কোথায় লিখা আছে ?

o কুরআনে
o হাদিসে
o কায়দায়

৩। মানুষ কার ইবাদাত করবে ?

o মূর্তির
o কবরের
o আল্লাহর

৪। আমরা কার কাছে সাহায্য চাইবো ?

o আল্লাহর কাছে
o আকাশের কাছে
o পরীর কাছে

৫। নবী মুহাম্মদ সা এর মায়ের নাম কি ?

o আমিনা
o হালিমা
o উম্মে কুলসুম

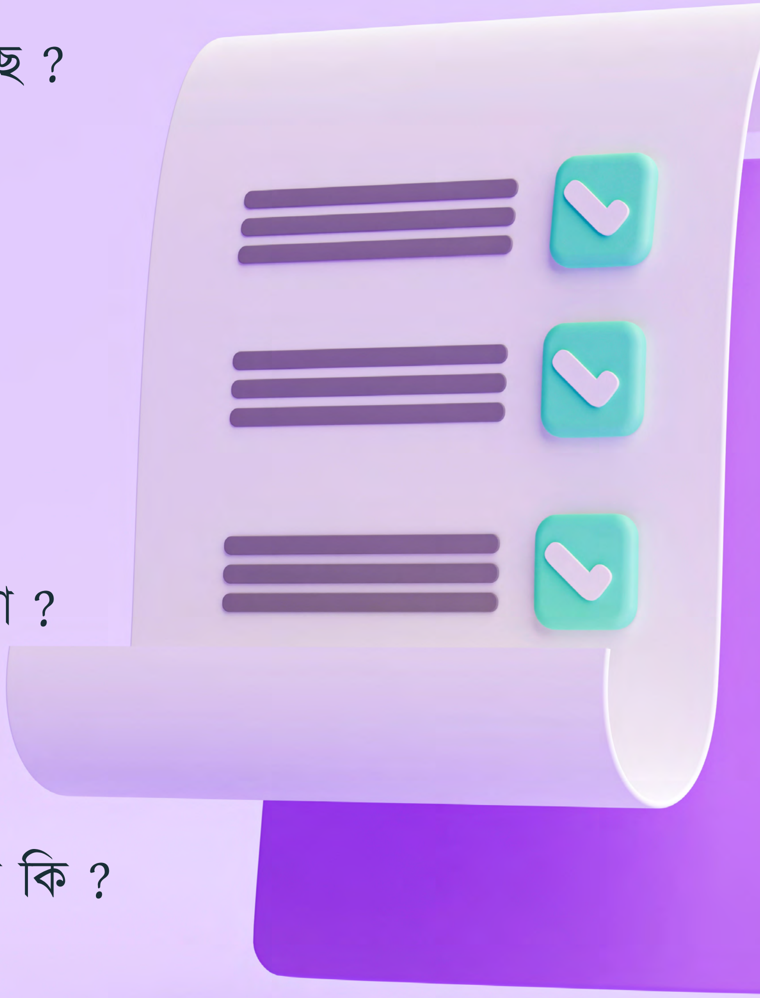

৬। নবী মুহাম্মদ সা এর ছেলে মেয়ে কতজন ?

o ৫ জন
o ৭ জন
o ৬ জন

৭। কুরআন কার কথা?

o আল্লাহর কথা
o রাসূলের কথা
o ফেরেশতার কথা

৮। কুরআন কেন এসেছে?

o ভালো ও জান্নাতের পথ দেখাতে
o মক্কার পথ দেখাতে
o মন্দ লোকদের শাস্তি দিতে

৯। আমরা কার দেখানো পথে চলি ?

o রাসূলের
o পথিকের
o চাচাদের

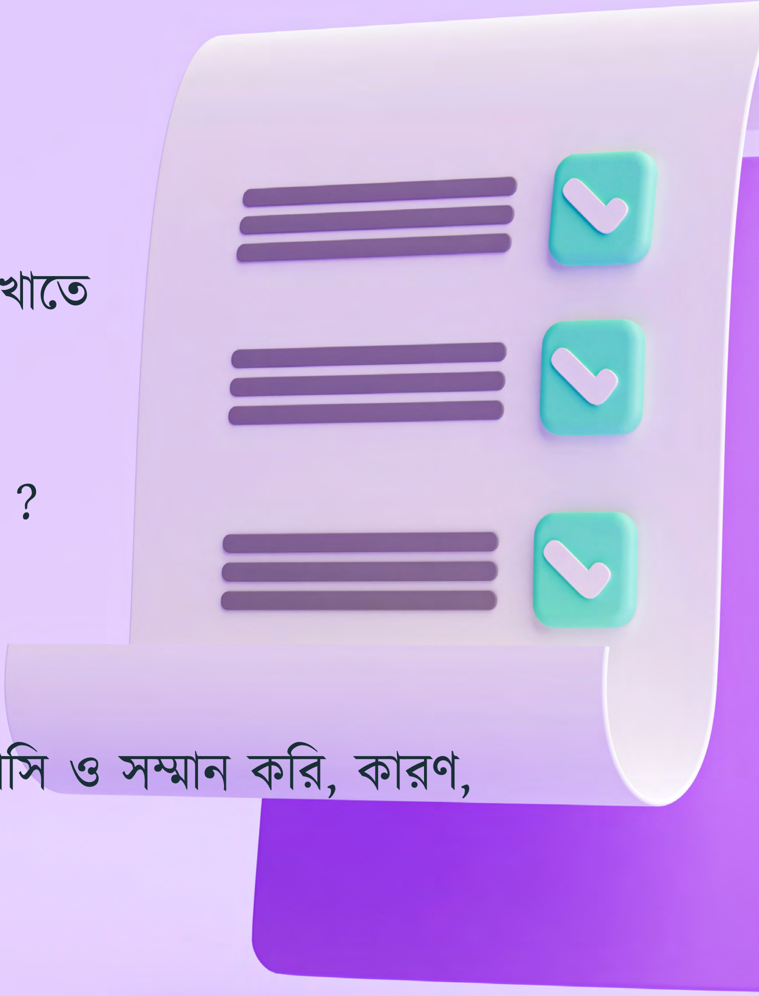

১০। আমরা পিতামাতা কে ভালোবাসি ও সম্মান করি, কারণ,

o তারা লালন পালন করেন
o তারা শাসন করেন
o তারা ধমক দেন

‘শিশু মনে দীনের আলো’ সিরিজের পাঁচটি বইয়ে যে সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে:

১. ইসলামী আকাইদ ও আমল আখলাক
২. মাসনুন দোয়া দুরুদ ও এ সংক্রান্ত আদাবসমূহ
৩. প্রাত্যহিক জীবনের জরুরি ফিকহ ও মাসায়েল
৪. কুরআনের আলোকে নবীদের গল্প
৫. হাদিসের আকর্ষণীয় গল্পসমূহ
৬. নবী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সমূহ
৭. প্রথম সারির সাহাবীদের জীবনী
৮. ইতিহাসের শিক্ষণীয় গল্পসমূহ
৯. সুরা ফাতেহা সহ শেষ দশটি সূরার অর্থ ও ব্যাখ্যা
১০. সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ ২০ টি হাদিসের অর্থ ও ব্যাখ্যা

‘শিশু মনে দীনের আলো’ সিরিজটির অনন্য বৈশিষ্টসমূহ:

১. শিশুদের বয়স অনুপাতে বিষয় নির্বাচন
২. শিশুদের বোধগম্য ভাষা ও শব্দ চয়ন
৩. আকর্ষনীয় পদ্ধতিতে সহজ উপস্থাপন
৪. নির্ভরযোগ্য উৎস হতে বিষয় সাজানো
৫. সহজ অনুশীলনী ও হাতের কাজ
৬. অধ্যায়গুলো পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ
৭. অযথা দীর্ঘ করণ ও বাহুল্য বর্জন
৮. প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ‘এনিমেশন ভিডিও’

‘শিশু মনে দীনের আলো’ সিরিজটি কেন আপনার শিশুর জন্য প্রয়োজন?

১. আপনার শিশুর কচি মনে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা তৈরী করতে
২. আপনার শিশুকে ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত করতে
৩. শিশুকে ইসলামী আকিদা বিশ্বাস ও নৈতিক গুণাবলীর উপর গড়ে তুলতে
৪. শিশুকে প্রাত্যহিক জীবনে ইসলামী বিধি বিধান মেনে চলায় অনুপ্রাণিত করতে
৫. শিশুকে ইসলাম শিক্ষায় অধিক আগ্রহী করে তুলতে ও খাঁটি মুসলিম বানাতে

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ
07455847045
ischoolportal.uk